ইসলামে গান, ছবি
ও
প্রতিকৃতির বিধান
মূল
শাইখ মুহাম্মাদ জামিল বিন যাইনূ
সম্পাদনায়
আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

ইসলামে গান, ছবি ও প্রতিকৃতির বিধান

মূল :

শাইখ মুহাম্মাদ জামিল বিন যাইনূ
শিক্ষক, দারুল হাদীস আল খাইরিয়্যাহ
মাক্কাহ্ মুকার্‌রামাহ

অনুবাদ

আবূ রাশাদ আজমাল বিন আবদুন্ নূর

সম্পাদনা

আকরামুজ্জামান বিন আবদুস সালাম

প্রকাশনায় :
উসওয়াহ পাবলিকেশন্স

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

১ম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ :
এ আর এন্টারপ্রাইজ
৩৬, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৭৭৪৪৫৫৫৫
Email: arenterprisee@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/hadithacademybangladesh

বিনিময় : ২০/- (বিশ টাকা মাত্র)

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের গানের বিধান

(১) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾

"এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা কোনরূপ 'ইল্‌ম ছাড়াই (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য অনর্থক কথা ক্রয় করেন এবং এটাকে তামাশা হিসেবে গ্রহণ করে।"[১]

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে "অনর্থক কথা"-এর দ্বারা গান উদ্দেশ্য। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : তা হচ্ছে গান।

হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : (এ আয়াত) গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

(২) মহান আল্লাহ তা'আলা শাইত্বনকে লক্ষ্য করে বলেন :

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾

"তাদের মধ্য থেকে তুমি যাদেরকে স্বীয় কণ্ঠ দ্বারা বিপথগামী করতে পার তাদেরকে বিপথগামী করতে থাক।"[২]

(৩) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

---

[১] ৩১নং সূরাহ্ আল লুক্বমা-ন, ৬।

[২] ১৭নং সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, ৬৪।

'আমার উম্মাতের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে অথচ এটা হারাম।'[৩]

অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে কিছু সম্প্রদ্রায় আসবে যারা এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, ব্যভিচার, খাঁটি রেশমী কাপড়, মদ পান ও বাদ্যযন্ত্র হালাল অথচ তা হারাম। "বাদ্যযন্ত্র" বলতে প্রত্যেক সুরেলাবস্তু যা উঁচু কণ্ঠকে বুঝায়। যেমন : কাঠ, বাঁশি, ত্বলা, পেয়ালা, খঞ্জনি ইত্যাদি এমনকি ঘণ্টাও হতে পারে। নাবী (ﷺ) বলেছেন :

الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ

'ঘণ্টি হচ্ছে শাইত্বনের বাঁশি।'[৪]

হাদীসটি তার (ঘণ্টির) শব্দ মাকরূহ হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করছে। প্রাক ইসলাম যুগের লোকেরা একে চতুষ্পদ জন্তুর গলায় ঝুলিয়ে রাখত, এতে খৃষ্টানদের ব্যবহার্য বড় ঘণ্টার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বুলবুলির স্বরকে এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) কিতাবুল কাযাতে ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, গান অপছন্দনীয় অর্থহীন বাতিল কাজ, যে অধিক হারে একে ব্যবহার করে সে নির্বোধ, তার সাক্ষ্য অগ্রহণীয়।

---

[৩] সহীহুল বুখারী তাও. ৫৫৯০, আ.প্র. ৫১৮০, ই.ফা. ৫০৭৬।

[৪] সহীহ মুসলিম হাদীস একাডেমী হাঃ ৫৪৪১-(১০৪/২১১৪), ই.ফা. ৫৩৬৬, ই.সে. ৫৩৮৫।

বাজনা ও গানের (সঙ্গীতের) অপকারিতা

ইসলাম কোন জিনিসকে হারাম করলে কেবল এজন্যই হারাম করেছে যে, তাতে অনিষ্ট রয়েছে, আর গানে (সঙ্গীতে) ও বাজনায় রয়েছে প্রচুর অনিষ্ট। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله) তা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১. বাদ্যযন্ত্র : এ হচ্ছে আত্মার মাদক। মদের গ্লাস অপেক্ষা বেশী ক্রিয়াশীল। তাই যখন লোকেরা সুরের দ্বারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তখনই তাদের মাঝে শির্‌ক ঢুকে পড়ে এবং তারা ঘৃণ্য ও অত্যাচারের কাজের প্রতি ঝুঁকে যায় তথা শির্‌ক করে, মহান আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত লোকদের হত্যা করে ও ব্যভিচার করে। এ ত্রিবিধ অভ্যাসটি বাদ্যযন্ত্রের (শিস ও তালি) শ্রবণকারীদের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

২. শির্‌ক : তারা তাদের অধিনায়ক (কণ্ঠশিল্পী)'কে আল্লাহকে ভালবাসার মতই ভালবাসে এবং তার ভালবাসার ওপর ব্যথা অনুভব করে।

৩. ঘৃণ্যকাজ : গান (সঙ্গীত) হচ্ছে ব্যভিচারের মন্ত্র (পথ) এটি হচ্ছে ঘৃণ্যকাজে লিপ্ত হওয়ার প্রধান উপায়গুলোর একটি। শিশু ও রমণীরা পূত চরিত্র ও পাপমুক্ত থাকে। যখন গান শুনা শুরু করে, তখন তার প্রাণ সঞ্চালিত হয় এবং তার পক্ষে মদপানকারীর ন্যায় বা তার চেয়েও বেশী পরিমাণে পাপকার্য সহজ হয়ে উঠে।

৪. হত্যা : গান শ্রবণাবস্থায় একে অপরকে হত্যা করার ভুরিভুরি ঘটনা রয়েছে। তারা বলে থাকে : এ ওকে তার স্বীয়

অবস্থায় হত্যা করেছে। এটা তাদের কাছে শক্তির পরিচায়ক। বস্তুতঃ তাদের সাথে শাইত্বন উপস্থিত থাকে এবং যার শাইত্বন বেশী শক্তিশালী সে অপরকে হত্যা করে।

৫. বাজনা গান যদি অন্তরে কোন উপকারিতা বা সার্থকতা করে থাকে তবে সেই সাথে সে যে ভ্রষ্টতা ও অপকারিতা বয়ে নিয়ে আসে তা আরো ভয়াবহ। সে আত্মার জন্য ঠিক তদ্রূপ যেমন শরীরের জন্য মদ। তাই তার শ্রবণ ও চর্চাকারীর মধ্যে মদ অপেক্ষা বেশী নেশার সৃষ্টি করে। ফলে তারা মদ পানকারীর ন্যায় বরং তার চেয়েও বেশী স্বাদ অনুভব করে।

৬. শাইত্বন তাদের সাথে মিশে যায় এবং তাদেরকে সহ অগ্নিতে প্রবেশ করে ও তাদের কেউ কেউ অগ্নিদগ্ধ লোহা নিয়ে স্বীয় শরীর (বা জিহ্বায়) রেখে দেয়, এ ধরনের আরো অনেক কাজ তারা করে থাকে যার একটিও সলাত ও কুরআন তিলাওয়াতের সময় ঘটে না। কারণ, এসব হচ্ছে শারী'আত ও ঈমানভিত্তিক মুহাম্মাদী 'ইবাদাত যা শাইত্বনদেরকে তাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ঐসব হচ্ছে বিদ্'আত, শির্ক তথা শাইত্বনী দর্শনভিত্তিক 'ইবাদাত যা শাইত্বনদের আমদানী করে।

বর্তমান যুগের গান

বর্তমান যুগের বেশীর গান চাই বিবাহ উপলক্ষে হোক আর সভা মঞ্চে হোক কিংবা রেডিওতে হোক তা ভালবাসা, যৌনাবেগ, চুম্বন, সাক্ষাৎ, গাল ও শারীরিক বর্ণনা ও অন্যান্য যৌন বিষয় সম্বলিত যা যুবকদের কামাবেগ জাগিয়ে তুলে এবং তাদেরকে ঘৃণ্য ও ব্যভিচারের প্রতি মাতিয়ে তুলে ও চরিত্র বিধ্বংস করে।

পুরুষ ও মহিলা কণ্ঠ শিল্পীদের গান ও বাদ্য চালনার সমন্বয়ে ও নাট্য শিল্পের নামে তারা জাতির সম্পদ চুরি করে, এসব সম্পদ নিয়ে ইউরোপ দেশে গিয়ে গাড়ি-বাড়ি ক্রয় করে। তারা স্বীয় কোমল কণ্ঠের গান ও যৌন বিষয়ক চলচ্চিত্র দ্বারা জাতির চরিত্রকে নষ্ট করছে। অনেক যুবক তাদের ফাঁদে পড়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ভাল বেসেছে। এমনকি ইয়াহূদীদের সাথে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ঘোষক সৈন্যদের উদ্দেশে বলছিল : তোমরা সম্মুখ পানে এগিয়ে চলো তোমাদের সাথে অমুক অমুক কণ্ঠশিল্পী (পুরুষ ও মহিলা) রয়েছে। ফলে তারা পাপীষ্ঠ ইয়াহূদীদের সামনে ঘৃণ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। অথচ উচিত ছিল একথা বলা যে, তোমরা অগ্রসর হও, আল্লাহ তাঁর সাহায্য নিয়ে তোমাদের সাথে আছেন।

এক কণ্ঠশিল্পী ১৯৬৭ সালে ইয়াহূদীদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের পূর্বে ঘোষণা করে ..... যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমার কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক সভা এবার তেলআবিবে অনুষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীরা যুদ্ধ শেষে বিজয় লাভের উপর "মাবকা" দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এমনকি ধর্মীয় গানগুলোও নির্দোষ নয়। এই যে শুনুন কি বলছে :

كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم

অর্থ : প্রত্যেক নাবী স্বীয় স্তরে অবস্থান করবে আর তোমার জন্যে হে মুহাম্মাদ এই 'আর্‌শ তুমি তা গ্রহণ কর।

এই শেষ কথাটি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে যা বাস্তবের বিপরীত।

সুললিত কণ্ঠ মহিলাদেরকে ফিত্নায় ফেলে দেয়

বারা'আ বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভ্রমণকালে মাঝে মধ্যে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গজল শুনাতেন। একবার গজল শুনানোর সময় মহিলাদের নিকটাবর্তী হয়ে গেলেন, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন :

إِيَّاكَ وَالْقَوَارِيرَ

কাঁচ থেকে সাবধান হও![৫] বর্ণনাকারী বলেন : একথা শুনে তিনি থেমে গেলেন।

হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলারা তার কণ্ঠ শ্রবণ করুক এটা অপছন্দ করলেন (কাঁচ বলতে মহিলাকে বুঝানো হয়েছে)।[৬]

যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুললিত কণ্ঠে উৎসাহ ব্যঞ্জক গান শ্রবণে মহিলাদের ফিত্নায় পড়ার আশংকা করলেন তবে যদি আজকের যুগে যে সব পাপীষ্ঠ হীন চরিত্রের অধিকারী বা তাদের ন্যায় আরো যারা বেহায়াপনা ও মাতলামীর বিষয়ে পারদর্শী শিল্পী রয়েছে তাদের এমন সব গান যেগুলোতে রয়েছে গাল, শরীরের গঠন, উঁচু-নীচু ইত্যাদির বর্ণনা যা আসক্তি ও প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে পীড়িত আত্মাকে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় আবেদনের জন্য বিরক্ত করে ও লজ্জার আবরণকে খুলে ফেলে এসব শুনলে রসূল কি বলতেন?

আর বিশেষতঃ যখন এসব গানের সাথে বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটবে যা বিবেককে ভ্রষ্ট করে এবং এর শ্রবণকারীর অন্তরে মদের ন্যায় কাজ করে ..... ?

---

[৫] শু'আবুল ঈমান হাঃ ৪৭৬২।

[৬] সহীহ, হাকিম বর্ণনা করেন ও যাহাবী সমর্থন দেন।

শিস ও তালি বাজানো থেকে বিরত থাকুন

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾

"কা'বা ঘরে তাদের সলাত বলতে কেবল শিস দেয়া আর তালি বাজানোই ছিল।"[৭]

তাই শিস ও তালি বাজানো থেকে বিরত থাকুন। কেননা এতে মহিলা, পাপীষ্ঠ ও মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। যখন কোন বিষয় ভাল লাগবে তখন বলবে :

مَاشَاءَاللهُ

অর্থ : আল্লাহর যা ইচ্ছা। অথবা

سُبْحَانَ اللهِ

অর্থ : আল্লাহ পবিত্র।

গান (সঙ্গীত) মুনাফিক্বীর জন্ম দেয়

১. ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : গান অন্তরে কপটতার জন্ম দেয়। যেমন : পানি জন্ম দেয় শাক-সবজির। পক্ষান্তরে যিক্‌র অন্তরে ঈমানের ফলন ঘটায়। যেমন : পানি শস্যফলের জন্ম দেয়।

২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে ব্যক্তিই গানে অভ্যস্ত হয় অজ্ঞাতসারে তার অন্তর কপটাতাগ্রস্ত হয়ে যায়।

---

[৭] ৮নং সূরাহ্ আল আনফাল, ৩৫।

বস্তুতঃ যদি সে কপটতার স্বরূপ জানত তবে স্বীয় অন্তরে তা দেখতে পেত। কেননা যে অন্তরেই গান ও কুরআনের ভালবাসা (আকর্ষণ) একত্রিত হয় সেখান থেকেই একটার ভালবাসা অপরটাকে তাড়িয়ে দেয়। আমরা সঙ্গীত শিল্পী ও শ্রোতাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছি- কুরআন তাদের কাছে বোঝাতুল্য, তারা এ থেকে দূরে থাকে, কুরআন পাঠকের কাছ থেকে তারা মোটেও উপকৃত হয় না, এর দ্বারা তাদের অন্তরও নড়ে না।

কিন্তু যখনই গান উপস্থিত হয় তখনই তাদের স্বর কোমল হয়ে যায়, ভাবে ডুবে যায় এবং এর উপর রাত্রি জাগরণ ও তাদের কাছে আনন্দদায়ক মনে হয়। এজন্য তাদেরকে দেখতে পাবেন তারা কুরআন শ্রবণের ওপর গানকে (সঙ্গীতকে) প্রাধান্য দেয়। আর গান-বাজনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিকে সলাতের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মাসজিদে জামা'আত সহকারে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অলস পাওয়া যায়।

৩. ইবনু আক্বীল যিনি হাম্বলী মাযহাবের মহা পণ্ডিতদের একজন তিনি বলেন : গায়িকা যদি পর-নারী হয় (যাকে বিবাহ করা বৈধ) তবে তার গান শ্রবণ করা হাম্বলীদের ঐক্যমতে হারাম।

৪. ইবনু হাযম (رحمه الله) বলেছেন : পর-নারীর স্বর দ্বারা আত্মতৃপ্তি অনুভব করা হারাম।

গানের (সঙ্গীতের) প্রতিকার

১. এর শ্রবণ থেকে দূরে থাকা, চাই তা রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির যে কোনটা থেকেই হোক না কেন, বিশেষতঃ যেসব গানে বেহায়াপনা ও বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ রয়েছে।

২. গান বাদ্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিষেধক হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াত; বিশেষতঃ সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

অর্থ : শাইত্বন অবশ্যই ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যে ঘরে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করা হয়।[৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"হে মানবজাতি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং আরো এসেছে অন্তরের নিরাময়, যা মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।"[৯]

৩. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন চরিত ও সহাবাদের ইতিহাস পড়াশুনা করা।

---

[৮] সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ১৭০৯-(২১২/৭৮০), ই.ফা. ১৬৯৪, ই.সে. ১৭০১।

[৯] ১০নং সূরাহ্ ইউনুস, ৫৭।

স্বতন্ত্রকৃত গান

১. ঈদের দিনের গান। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন তখন তাঁর কাছে দু'জন দাসি দু'টি তবলা বাজাচ্ছিল। অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমার নিকট দু'জন দাসি গান পরিবেশন করছিল, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে ধমক দিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন :

دَعْهُنَّ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ

অর্থ : তাদেরকে ছেড়ে দাও কেননা প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে আর আমাদের ঈদ হচ্ছে আজকের এই দিন।[১০]

২. কাজে অনুপ্রেরণা যোগায় এমন ইসলামী গান (সঙ্গীত) কাজ চলাকালীন অবস্থায় গাওয়া, বিশেষতঃ যখন তাতে দু'আ বিদ্যমান থাকে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু রাওয়াহার কথা পুনরায় ব্যক্ত করে (পরিখা) খননকালে কর্মীদেরকে উৎসাহ যোগাতেন।

اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ

অর্থ : হে আল্লাহ! পরকালের আরাম আয়েশ ব্যতীত অন্য কোন আরাম আয়েশ নেই। তাই আপনি আনসার ও মুহাজির উভয় সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন।[১১]

প্রতি উত্তরে মুহাজির ও আনসার সহাবাগণ বলতেন :

---

[১০] সহীহুল বুখারী তাও. ৩৯৩১, আ.প্র. ৩৬৪১, ই.ফা. ৩৬৪৪; সুনান নাসা'ঈ হাঃ ১৫৯৩।

[১১] সহীহুল বুখারী তাও. ৩৭৯৭, আ.প্র. ৩৫১৫, ই.ফা. ৩৫২২; সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ৪৫৬৪-(১২৬/১৮০৪), ই.ফা. ৪৫২১, ই.সে. ৪৫২৩

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

অর্থ : আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ) হতে বায়'আত করেছি, জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদ করে যাব।[১২]

তিনি স্বীয় সাথীদের সাথে খন্দক খননের কাজ করতেন আর ইবনু রাওয়াহার কথা পুনরায় ব্যক্ত করতেন :

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

আল্লাহর শপথ! আল্লাহর সাহায্য না থাকলে আমরা পথের দিশা পেতাম না। আর সদাক্বাহ্ও দিতাম না এবং সলাতও আদায় করতাম না।[১৩]

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

তাই আপনি আমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং শত্রুর সাক্ষাতে পদযুগল দৃঢ় রাখুন।[১৪]

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

মুশরিকরা আমাদের ওপর চড়াও করেছে এবং যখন তারা ফিত্নার সৃষ্টি করতে চেয়েছে তখন আমরা তা প্রতিরোধ করেছি।[১৫]

---

[১২] সহীহুল বুখারী তাও. ২৮৩৪, আ.প্র. ২৬২৪, ই.ফা. ২৬৩৫; সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ৪৫৬৮–(১৩০/...), ই.ফা. ৪৫২৫, ই.সে. ৪৫২৭

[১৩] সহীহুল বুখারী তাও. ৪১০৪, আ.প্র. ৩৭৯৮, ই.ফা. ৩৮০১; সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ৪৫৬১–(১২৪/...), ই.ফা. ৪৫১৮, ই.সে. ৪৫২০

[১৪] সহীহুল বুখারী তাও. ২৮৩৭, আ.প্র. ২৬২৭, ই.ফা. ২৬৩৮; সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ৪৫৬২–(১২৫/১৮০৩), ই.ফা. ৪৫১৯, ই.সে. ৪৫২১।

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا

উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন আমরা প্রতিরোধ করেছি।[১৬]

৪. যে গানে আল্লাহর একত্ববাদ রয়েছে অথবা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ভালবাসা ও তাঁর জীবন চরিত রয়েছে অথবা তাতে জিহাদ ও সচ্চরিত্রের ওপর দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকার উৎসাহ রয়েছে অথবা তাতে মুসলিমদের পরস্পর ভালবাসা ও সহযোগিতার প্রতি আহ্বান রয়েছে কিংবা তাতে ইসলামের সৌন্দর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা আছে এছাড়াও আরো যত চরিত্র ও ধর্মগত সামাজিক উপকার সাধনকারী বিষয় আছে।

৫. বাদ্যযন্ত্রের মধ্য থেকে শুধু ত্বলা মহিলাদের জন্য ঈদ ও বিবাহ উপলক্ষে বৈধ। যিক্‌রের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা আদৌ বৈধ নয়। কারণ রসূল (ﷺ) এক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করেননি। এমনিভাবে পরবর্তীতে তাঁর সহাবাগণও ব্যবহার করেননি।

কিন্তু সূফী সম্প্রদায় এটা নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে এবং যিক্‌রের মধ্যে ত্বলা বাজানো সুন্নাত বানিয়ে ফেলেছে, অথচ এটা হচ্ছে বিদ্‘আত।

রসূল (ﷺ) বলেন :

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

---

[১৫] সহীহুল বুখারী তাও. ৬৬২০, আ.প্র. ৬১৫৯, ই.ফা. ৬১৬৭; সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ৪৫৬১-(১২৪/...), ই.ফা. ৪৫১৮, ই.সে. ৪৫২০।

[১৬] সহীহুল বুখারী তাও. ৭২৩৬, আ.প্র. ৬৭২৯, ই.ফা. ৬৭৪২।

অর্থ : তোমরা (ধর্মের মধ্যে) প্রত্যেক নবাবিস্কৃতি থেকে বেঁচে থাক, কারণ (ধর্মের ভিতর) প্রত্যেক নবাবিস্কৃতি হচ্ছে বিদ্‘আত আর প্রত্যেক বিদ্‘আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা।[১৭]

বিশ্ব পপ শিল্পীর ইসলামোত্তর উক্তিসমূহ

আল-মদীনা পত্রিকা ৫ রমাযান ১৪০০ হিজরীতে বিশ্ব নাট্য শিল্পী ক্যাট স্টিফেঞ্জ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যিনি ইসলাম গ্রহণোত্তর নাম রাখেন।[১৮]

উক্ত প্রতিবেদনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি ও শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে আমি তার বিশেষ কয়েকটি দিক তুলে ধরছি :

১. ইসলাম গ্রহণোত্তর আমার গান (সঙ্গীত) পরিহার দেখে পশ্চিমা দেশগুলো অবাক হয়ে যায় এবং আমার পরিবর্তন সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করতে থাকে? কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণরূপে চুপ হয়ে যায় এবং আমাকে একেবারে ভুলে যাওয়ার ভান করে।

পূর্বের ন্যায় আমার পিছনে আর ছোটাছুটি করল না কারণ পাশ্চাত্যের প্রচার যন্ত্র হচ্ছে ইয়াহূদ, আর তারাই সব চাবিকাঠির মালিক।

২. আমার ইসলাম গ্রহণের পিছনে যে কারণটি ছিল তা হচ্ছে মাসজিদুল আক্বসায় আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ এবং তার পক্ষ থেকে আমাকে ‘আরবী ও ইংরেজী দু’ কপি কুরআন উপহার দেয়া। উপহারের পিছনে অবশ্য কারণ এ ছিল

---

[১৭] সুনান আবূ দাঊদ হাঃ ৪৬০৭; শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে মন্ত ব্য করেছেন।

[১৮] ইউসুফ ইসলাম।

যে, সে আমার আসমানী ধর্ম সম্পর্কে জানার কৌতুহল কতটুকু তা জানত।

আমি একাকী কুরআন পড়তে থাকি এবং তার পূর্ণ অধ্যয়ন শেষ করি। অতঃপর রসূল (ﷺ)-এর জীবনী অধ্যয়ন করি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হই এবং দেড় বছরকাল জ্ঞানগত অধ্যয়নের পর আমি ইসলামের মহানত্বে মুগ্ধ হই এবং এটিই যে, সত্য ধর্ম তা উপলব্ধি করি। আর আমি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে, কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ ছাড়াই এবং তাদের অসংখ্য মতপার্থক্য সম্পর্কে অবগত না হয়েই আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি।

৩. আমি বায়তুল মাক্বদিসে গিয়েছি তাতে মাসজিদুল আক্বসার মুসলিমগণ আনন্দিত হয়েছেন কিন্তু আমি কেঁদেছি এবং তথায় সলাত আদায় করেছি। যেখানে কুদ্‌স হচ্ছে মুসলিম জাহানের কলিজা তাই এর ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ গোটা মুসলিম বিশ্বের ব্যধিগ্রস্ত হওয়া আর তার আরোগ্য লাভের অর্থ গোটা শরীরের আরোগ্য লাভ করা। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের নামে এ কলিজাকে স্বাধীন করা।

৪. ফিলিস্তীনী জনগণের ওপর ওয়াজিব হ'ল স্বীয় ইসলাম ও ধর্মকে আঁকড়ে ধরা এবং সলাত আদায়ে নিয়মিত যত্নবান হওয়া। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দিবেন।

৫. আমার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তারা যখন বলল যে, ধুমপান হারাম তখন আমি এ থেকে বিরত হয়ে যাই এবং মদপান ও মহিলাদের সংশ্রব পরিহার করি ও গান পরিত্যাগ করি।

৬. একজন পর্দানশীন মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছি কারণ নারীর সৌন্দর্য বড় কথা নয় বরং ইসলাম ও ঈমানই হচ্ছে প্রকৃত মর্যাদা।

৭. আমি বর্তমানে 'আরবী ভাষা শিখছি যেন কুরআন পড়তে ও তার ভাষাগত এবং অর্থগত স্বাদ অনুভব করতে পারি। আমি ইসলামের দা'ওয়াতী কাজে স্বীয় প্রসিদ্ধিকে ব্যবহার করে ইসলামের সুমহান আদর্শ সম্পর্কে কিছু বই লিখব।

৮. আমি বিশ্বাস করি যে, ঠিক সময়ে সলাত আদায় করা হচ্ছে দু' সাক্ষ্যবাণী (ঈমান) এরপর ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর ওপর সময়মতো যত্নবান থাকা হচ্ছে ব্যক্তির ও তার ইসলামের জন্য দুর্গ। আমি প্রত্যেক সলাতের পরে অস্বাভাবিক প্রশান্তি ও স্বস্তি বোধ করি।

৯. (লেখক বলেন) আমি শুনেছি যে, (ইউসুফ ইসলাম) ইংল্যান্ডে বাস করেন এবং তিনি ইসলামী দা'ওয়াতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁর একটি বিশেষ মাসজিদ রয়েছে, মুসলিমগণ তাঁর পাশে ভিড় জমান এবং তাঁকে সহযোগিতা দান করেন। তিনি ইসলাম পালনে এবং তাকে ভালবাসায় (অনেক) মুসলিমকে ছাড়িয়ে গেছেন। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য তাওফীক্ব ও দৃঢ়তার দু'আ করছি।

আল্লাহ তার মধ্যে ও তার মতো আরো যে সব মুসলিমরা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে বারকাত দান করুন।

ইসলামে ছবি ও প্রতিকৃতির বিধান

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকল মানুষকে এককভাবে আল্লাহর 'ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য ও আল্লাহ ব্যতীত যত ওয়ালী ও সৎ ব্যক্তির উপাসনা করা হয় যা মূর্তি দেবতা ও ছবির আকার ধারণ করেছে তা পরিত্যাগের উদ্দেশে।

এ আহ্বান বহু পুরাতন। এর দ্বারা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশে যখন থেকে রসূলদের আগমন শুরু হয় তখন থেকে চলে আসছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি (এ বাণী দিয়ে) যে তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং আল্লাহ বিরোধী ত্বগুত থেকে বেঁচে থাক।"[১৯]

ত্বগুত বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যাকে তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করা হয়।

উপরোক্ত প্রতিকৃতির কথা নূহ (আলাইহিস্ সালাম)-এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো সৎ লোকদের প্রতিকৃতি হওয়ার ওপর সর্বাপেক্ষা বড় দলীল হচ্ছে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন এ আয়াতের শানে-নুযূলে।

---

[১৯] ১৬নং সূরাহ্ আন্ নাহ্ল, ৩৬।

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۚ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا﴾

"তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগ করো না এবং আরো পরিত্যাগ করো না অদ্দ, সুও'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক্ব ও নাসরকে, তারা তো বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।"[২০]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : এসব হচ্ছে নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর গোত্রের সৎ ব্যক্তিদের নাম। তারা যখন মারা যায় তখন শাইত্বন তাদের গোত্রের লোকজনকে এ বলে প্ররোচনা দিল যে, এদের নামে নামকরণ করে তাদের বসার স্থানগুলোতে প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা কর, ফলে তারা তাই করল। তবে তখন পর্যন্ত তাদের দাসত্ব করা হয়নি।

পরবর্তীতে যখন এ প্রজন্ম মারা গেল এবং প্রতিকৃতিগুলোর আসল পরিচয় অজ্ঞাত হয়ে গেল তখনই তাদের দাসত্ব করা শুরু হয়ে যায়। এ ঘটনা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, গাইরুল্লাহর দাসত্বের কারণ হচ্ছে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আকৃতিতে যে সব প্রতিকৃতি ছিল ওগুলোই। অনেকেরই ধারণা রয়েছে যে, বর্তমানে যেহেতু ছবি ও প্রতিকৃতির পূজা হচ্ছে না সেহেতু এসব প্রতিকৃতি বিশেষতঃ ছবি এখন হালাল। এ বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত :

---

[২০] ৭১নং সূরাহ্ নূহ, ২৩-২৪।

১. ছবি ও প্রতিকৃতির দাসত্ব আজও চলছে, ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতা মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর ছবি আজও আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় গীর্জাগুলোতে। এমনকি তারা ক্রুশের উদ্দেশেও রুকূ' দিয়ে থাকে। তাছাড়া ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর শিল্পায়িত ফলক রয়েছে যা সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি হয় ও ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয় তার দাসত্ব ও ভক্তি জানানোর উদ্দেশে।

২. বস্তুবাদীতায় উন্নত ও আধ্যাত্মিকতায় পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে নেতাদের প্রতিকৃতিগুলোর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের উদ্দেশে মস্তক উন্মোচন করা হয় এবং পিঠ ঝুকানো হয় যেমন আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন এর প্রতিকৃতি, ফ্রান্সে নাবিলিয়ান এর প্রতিকৃতি ও রাশিয়ায় লেনিন এবং স্টেলিন এর প্রতিকৃতি। এছাড়াও আরো যতসব প্রতিকৃতি রাস্তা-ঘাটে নির্মিত হয়েছে ইত্যাদি যেগুলোর নিকট দিয়ে অতিক্রমকারীরা তাদের উদ্দেশে রুকূ' দিয়ে যায়। এ প্রতিকৃতি নির্মাণের মনোভাব কিছু কিছু 'আরব বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা কাফিরদের অন্ধ অনুসরণ করে নিজেদের রাস্তা-ঘাটে প্রতিকৃতি নির্মাণ করে ফেলেছে। এমনি করে বিভিন্ন 'আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিকৃতি নির্মাণ চলছে। অথচ কর্তব্য ছিল এসব সম্পদ মাসজিদ, মাদ্‌রাসা, হাসপাতালে এবং কল্যাণমূলক সংস্থাসমূহে ব্যয় করা। তবেই তো তার যথেষ্ট উপকারিতা অর্জিত হ'ত আর তাদের নামে এসব প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করাতে কোন দোষ নেই।

৩. এসব প্রতিকৃতির উদ্দেশে দূরভবিষ্যতে (হলেও) মস্তক ঝুকিয়ে সম্মান জানানো হবে এবং এগুলোর দাসত্ব করা হবে।

যেমনটি হয়েছে ইউরোপ, তুর্কীস্তান ও অন্যান্য দেশে এবং এ বিষয়ে তাদের পূর্বসূরী হচ্ছে নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি, তারা স্বীয় নেতাদের প্রতিকৃতি স্থাপন করে অতঃপর তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে থাকে ও তাদের দাসত্ব শুরু করে।

৪. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী বিন আবূ ত্বালিবকে বলেন :

لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

অর্থ : কোন মূর্তি পেলেই তাকে নস্যাৎ করে দিবে আর উঁচু ক্ববর দেখলেই তাকে সমতল করে ফেলবে।[২১]

অপর বর্ণনায় রয়েছে :

وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتَهَا

অর্থ : আর কোন ছবি পেলেই তাকে লেপন করে ফেলবে।[২২]

ছবি ও প্রতিকৃতির অপকারিতা

ইসলাম কোন বস্তুকে কেবল এ কারণেই হারাম করেছে যে, এতে ধর্মীয় অথবা চারিত্রিক অথবা সম্পদগত ইত্যাদির যে কোন দিক থেকে ক্ষতি রয়েছে। আর প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশকে কারণ ও হেতু না জেনেই মাথা পেতে মেনে নেয়।

---

[২১] সহীহ মুসলিম হাঃ একাঃ ২১৩৩-(৯৩/৯৬৯), ই.ফা. ২১১২, ই.সে. ২১১৫।

[২২] মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৬৫৭; শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

ছবি ও প্রতিকৃতির বহু অপকারিতা রয়েছে তার বিশেষ দিকগুলো :

১. ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে : আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, ছবি ও প্রতিকৃতিগুলো অনেক মানুষের 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাস বিনষ্ট করেছে, খৃষ্টানরা ঈসা, মারইয়াম ও ক্রুসের দাসত্ব করছে, ইউরোপ ও রাশিয়ানরা স্বীয় নেতাদের প্রতিকৃতিকে পূজা করছে এবং এসবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নত করছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে কিছু মুসলিম ও 'আরব রাষ্ট্র এবং তারাও স্বীয় নেতাদের প্রতিকৃতি স্থাপন করেছে অতঃপর সূফীদের মধ্য হতে কিছু ত্বরীক্বতপন্থীরা সলাত আদায়কালে তাদের সম্মুখে স্বীয় পীর-মুরশিদদের ছবি রাখতে শুরু করে। তারা বলে, এ দিয়ে খুশু (একাগ্রতা) লাভ করা যায়।

তারা আল্লাহর যিক্‌র অবস্থায় আল্লাহ্‌র ধ্যান করা ও তিনি তাদেরকে দেখছেন বলে জ্ঞান করার পরিবর্তে স্বীয় পীরদের ধ্যান করে।

অথবা তাদের পীরদের সম্মানার্থে ও তাদের দ্বারা বারকাত অর্জনার্থে তাদের ছবিগুলো ঝুলিয়ে রাখে।

অন্য দিকে গায়ক ও নাট্য শিল্পীদের ভক্তরা তাদেরকে ভালবাসে ও তাদের ছবিগুলো সংগ্রহ করে ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালের ইয়াহূদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিন এক 'আরবীয় ঘোষক সৈন্যদের সম্বোধন করে বলেছিল, ওহে সেনাদল! তোমরা সম্মুখপানে এগুতে থাক কেননা তোমাদের সাথে অমুক অমুক নাট্য শিল্পীরা

রয়েছে এই বলে তাদের নামও উল্লেখ করে। অথচ উচিত ছিল এই কথা বলা যে, তোমরা সম্মুখপানে চল, আল্লাহ তাঁর সাহায্য সহায়তা ও সামর্থ নিয়ে তোমাদের সাথে আছেন।

যুদ্ধের পরিণতি ছিল পরাজয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে পুরুষ ও মহিলা কোন শিল্পীই তাদের উপকারে আসেনি বরং তারাই ছিল পরাজয়ের মূল কারণ।

আহা যদি 'আরবরা এ পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত এবং আল্লাহর দিকে সাহায্যের উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করত।

২. যুবক ও যুবতীদের চরিত্র বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে ছবি ও প্রতিকৃতির কুপ্রভাব সম্পর্কে যা ইচ্ছা বলতে পারেন। কারণ আপনি দেখতেই পাবেন রাস্তা-ঘাট ও ঘর-বাড়ীগুলো পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের ছবি দ্বারা ভরপুর হয়ে আছে। পর্দাহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় তাদেরকে দেখে যুবকরা প্রেমে পড়ে যায়। ফলে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব ধরনের পাপে তারা লিপ্ত হয়, তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে এবং স্বভাব বিনষ্ট হয়। এর পরে তাদের ধর্ম, অধিকৃত ভূখণ্ড, পবিত্রভূমি, সম্ভ্রম ও জিহাদ নিয়ে ভাবনা করার কোন অবকাশই থাকে না।

ছবির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বিশেষতঃ লোভনীয় মহিলাদের ছবিসমূহ এমনকি জুতার বাক্সেও শোভা পেতে দেখা যায়, আরো দেখা যায় ম্যাগাজিন, পত্রিকা ও বই-পুস্তক এবং টেলিভিশনে। বিশেষ করে যৌন ও পলিসি সংক্রান্ত ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলোতে।

আরো রয়েছে কার্টুনের ছবিসমূহ যাতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো হয়, কারণ আল্লাহ এত লম্বা নাক সৃষ্টি করেননি, আর না বড় কান আর অস্বাভাবিক বড় বা কোটালগত চক্ষু সৃষ্টি করেছেন যেমন তারা দেখিয়ে থাকে। বরং আল্লাহ মানুষকে সর্বোন্নত সুন্দর সৌষ্ঠবে সৃষ্টি করেছে।

৩. অর্থগত যেসব ক্ষয়ক্ষতি ছবি ও প্রতিকৃতির মাধ্যমে হয়ে থাকে তা স্পষ্ট, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রতিকৃতির ওপর শাইত্বনের পথে হাজার হাজার ও মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করা হয়। অনেক লোক ঘোড়া, উট কিংবা হাতি অথবা মানুষের প্রতিকৃতি ক্রয় করে সেগুলোকে তাদের ঘরে রাখে অথবা পরিবারের ছবি কিংবা মৃত পিতার ছবি টানিয়ে রাখে এবং এর পিছনে অর্থ ব্যয় করে, অথচ দরিদ্রের উদ্দেশে ব্যয় করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা উপকৃত হতে পারত।

তার চেয়ে আরো জঘন্য বিষয় হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর বাসর রাতের ছবি তুলে লোকজনকে দেখানোর জন্য টাঙ্গিয়ে রাখা হয়, ভাবটা যেন এমন যে, তার স্ত্রী শুধু তার নিজের জন্য নয় বরং এ হচ্ছে সবার জন্যে!!

ছবি কি প্রতিকৃতির বিধান রাখে

এ বিষয়ে হারাম বলতে অনেকে শুধু জাহিলী যুগে প্রচলিত প্রতিকৃতিকেই বুঝে, তারা মনে করে যে, ছবি হারামের ভিতর গণ্য নয়; এটা উদ্ভট ধারণা, তারা যেন সে সব স্পষ্ট দলীলগুলোকে পড়েইনি যেগুলো ছবিকে হারাম সাব্যস্ত করে। দলীলগুলো দেখুন :

১. 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি এক খণ্ড কাপড় ক্রয় করেন যাতে ছবি ছিল। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এটা দেখলেন তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রবেশ করলেন না। তিনি ('আয়িশাহ্) তাঁর চেহরায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি আমি কি অপরাধ করেছি বলুন? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : এসব ছবিধারী লোকদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দাও। অতঃপর বললেন :

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

অর্থ : যে ঘরে ছবি রয়েছে তাতে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।[২৩]

২. রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

অর্থ : ক্বিয়ামাত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে ঐসব লোকেরা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে।[২৪]

আর্ট ও ফটোগ্রাফাররা আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাদৃশ্য দানকারী।

---

[২৩] সহীহুল বুখারী তাও. ২১০৫, আ.প্র. ১৯৬০ , ই.ফা. ১৯৭৫।

[২৪] সহীহুল বুখারী তাও. ৫৯৫৪, আ.প্র. ৫৫২২, ই.ফা. ৫৪১৭।

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ

৩. নাবী (ﷺ) ঘরে ছবি দেখলে যতক্ষণ তা মিটানো না হ'ত ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করতেন না।[২৫]

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ

৪. নাবী (ﷺ) ঘরে ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন এবং কেউ ছবি উঠাক এটাও তিনি নিষেধ করেছেন।[২৬]

যেসব ছবি ও প্রতিকৃতিতে আপত্তি নেই

১. বৃক্ষরাজি, তারকারাজি, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়, পাথর, সাগর, নদী, সুন্দরতম (প্রাকৃতিক) দৃশ্যের, পবিত্র স্থানসমূহের যেমন মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নাবাবী, বায়তুল মাক্বদিস ও অন্যান্য মাসজিদসমূহ যদি মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী না থাকে তবে এ সবের ছবি ও প্রতিকৃতি তৈরী করতে অনুমতি রয়েছে। প্রমাণ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর বাণী :

إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ

---

[২৫] সহীহুল বুখারী তাও. ৩৩৫২, আ.প্র. ৩১০৪, ই.ফা. ৩১১২এ

[২৬] মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৪৫৯৬। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

অর্থ : যদি একান্ত করতেই হয় তবে বৃক্ষের এবং এমন বস্তুর ছবি কর যার প্রাণ নেই।[২৭]

২. পরিচয়পত্র বা ভ্রমণের পাসপোর্ট কিংবা গাড়ীর লাইসেন্স ইত্যাদি অপরিহার্য বস্তুতে স্থাপিত ছবি অনুমোদিত।

৩. হত্যা, চুরি ইত্যাদির আসামী ব্যক্তির প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে তাদের গ্রেফতারের উদ্দেশে ছবি তোলা বা বিভিন্ন বিদ্যায় যে সব ছবি তোলার প্রয়োজন হয় তা যেমন উদাহরণস্বরূপ ডাক্তারী বিদ্যা (সেগুলোও আপত্তিহীন)।

৪. কন্যা শিশুদের জন্য কাপড়ের খণ্ড দ্বারা প্রস্তুতকৃত এমন শিশু সাদৃশ পুতুল দ্বারা খেলা করা, একে কাপড় পরানো, পরিষ্কার করা, ঘুম পাড়ানো বৈধ। আর তা এজন্য যে, সে যখন মা হবে তখন সন্তানদের প্রতিপালন করা শিখতে পারবে।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থ : আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম।[২৮]

কিন্তু শিশুদের জন্য বৈদেশিক খেলনা ক্রয় করা বৈধ নয় বিশেষতঃ পর্দাহীন বিবস্ত্র কিশোরীদের প্রতিমূর্তি। কারণ, এ থেকে সে পর্দাহীনতা শিখবে এবং এর অনুকরণ করবে ও সমাজকে বিনষ্ট করবে সেই সাথে রয়েছে ইয়াহূদ ও ভিন্ন দেশের জন্য অর্থ ক্ষয়।

---

[২৭] সহীহ্ মুসলিম হাঃ একাঃ ৫৪৩৩-(৯৯/২১১০), ই.ফা. ৫৩৫৯, ই.সে. ৫৩৭৭।

[২৮] সহীহুল বুখারী তাও. ৬১৩০, আ.প্র. ৫৬৯০, ই.ফা. ৫৫৮৭।

৫. ছবির মাথা কেটে ফেললে আর সমস্যা থাকে না, কেননা মাথাটাই ছবির মূল। তাই একে কেটে ফেললে তাতে আর আত্মা থাকে না এবং তা জড় পদার্থে পরিণত হয়ে যায়। জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন :

مُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ

অর্থ : প্রতিমূর্তির মাথা কেটে ফেলতে বল তাতে বৃক্ষের রূপধারণ করবে এবং (ছবি সম্বলিত) পর্দা কেটে দু' টুকরা করে ফেলতে আদেশ দাও যাতে পদদলিত হয়।[২৯]

উল্লেখ্য যে, উক্ত পর্দায় ছবি বিদ্যমান ছিল।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[২৯] সুনান আবূ দাউদ হাঃ ৪১৫৮। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী
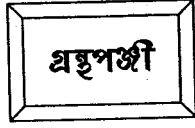
১. আল-কুরআনুল হাকীম- হাদীস একাডেমী।

২. কুরআনুল কারীম- ড. মুজীবুর রহমান।

৩. আল কুরআনুল কারীম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৪. সহীহুল বুখারী- তাওহীদ পাবলিকেশন্স।

৫. বুখারী শরীফ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৬. সহী আল বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী।

৭. সহীহ মুসলিম- হাদীস একাডেমী।

৮. মুসলিম শরীফ- ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৯. সহীহ মুসলিম- ইসলামিক সেন্টার।

১০. সুনান আবূ দাউদ- আলবানী একাডেমী।

প্রাপ্তিস্থান

(১) আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৯১৮০১, মোবাঃ ০১১৯১৬৮৬১৪০

(২) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল।
ফোন :৭১১২৭৬২

(৩) আলীমুদ্দীন একাডেমী
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল।
মোবাঃ ০১৭২৬৬৪৪০৬৭

(৪) জায়েদ লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার (২য় তলা)।
[illegible]

(৫) দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
৩০, মালিটোলা রোড (৫ম তলা), ঢাকা।
ফোন : ৯৫৫৯৭৩৮, মোবা: ০১৭১৫২০০৬৩৯

(৬) হুসাইন আল মাদানী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা।
ফোন : ৭১১৪২৩৮, মোবাঃ ০১৯১৫৭০৬৩২৩

(৭) রিভারী পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মাসজিদের নীচে, কাঁটাবন।
মোবাঃ ০১৭৫৬৪০৩৩৯৯

(৮) সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার।
মোবাঃ ০১৯১৩৩৭৬৯২৭

(৯) আহসান পাবলিকেশন্স
ওয়্যারলেস রেইলগেট, মগবাজার।
কাঁটাবন মাসজিদের নীচে ও
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার

উস্ওয়াহ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত বইসমূহ
সবচেয়ে বড় গুনাহ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল আম্মারী
গুনাহ মোচনের দু'আ ও তাসবীহ
মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন সিলেটী
তাহক্বীক্ব